ক্যান্সার রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা

আফরোজা আহমেদ রোজী

শুরু করা যাক সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনা দিয়ে। মোহাম্মদ নুরুন্নবী, বয়স আনুমানিক ৪০, পাঁচ সন্তানের জনক, সকাল ৯.৪৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অষ্টম তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খুব দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (bdnews24.com, 2014)

উপরের এই ঘটনাকে ঠিক কীভাবে দেখা যায়? নিছক আত্মহত্যা? নাকি তার চেয়েও আরো বেশি কিছু?

কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান নুরুন্নবী Blood Cancer রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর বাহরাইনে প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে আসেন এবং অতঃপর...।

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগের পরিসংখ্যানের দিকে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে (জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ২০০৮)। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে ক্যান্সারকে মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৮)। International Agency for Research on Cancer (IARC)-এর মতে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে ৭.৫% মৃত্যু ঘটে ক্যান্সার রোগে যা ২০৩০ নাগাদ বেড়ে ১৩% হতে পারে। এই পরিসংখ্যানটিই যথেষ্ট এটা প্রমাণের জন্য যে, বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে (জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ২০০৮)।

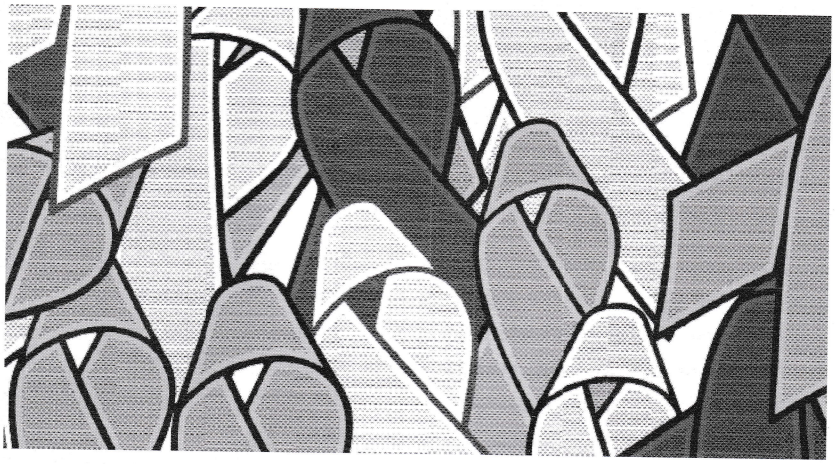

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ক্যান্সার রোগীরা বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা, যেমন বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, মানসিক চাপ, ইত্যাদিতে ভুগেন, যা তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিশেষত আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে, বাধা হয়ে দাঁড়ায় (White and Macleod, 2002)। ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে, যেমন নিজের মৃত্যু কামনা, চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা বা ভীতি (Steel, Geller and Gamblin, 2007)। এমনকি কোন কোন রোগী কেমোথেরাপি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন শুধুমাত্র মানসিক সমস্যার কারণে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশি কিছু গবেষক (Ahmad, Aamal, Anwer and Rahman) তাদের গবেষণায় দেখেছেন যে, সব বয়সের ক্যান্সার রোগী ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে চায়।

সুতরাং ক্যান্সার এবং মানসিক সমস্যা যে একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোত তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর ঠিক এই জায়গাটিতে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের একযোগে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট রয়েছে যারা ক্যান্সার রোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। আশা করছি খুব শীঘ্রই সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানী একসাথে ক্যান্সার রোগীদের সহায়তায় এগিয়ে এসে তাদের আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

কামনা করছি আরেকজন নুরুন্নবীর এই ধরনের করুণ পরিণতি আমাদের দেখতে হবে না। সকল ক্যান্সার রোগীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করছি এই মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে।

এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট
সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (মেন্টাল হেলথ এন্ড কেয়ার প্র্যাকটিস), ACF International